R. N. No. 2532/57 Ph. : 66228 (P.), 67228 (Resi.)/STD 03483 P. Regd. No. Tech./WB/RNP 214/2001

মার্বেল সেণ্টার
প্রযত্নে—উল ভাণ্ডার
রঘুনাথগঞ্জ ফুলতলা
(রাজা মার্কেট)
মার্বেল, গ্লেজড টালি, কাঁচ, প্লাই, পাম্প, মোটর, পাইপ ও SINTEX দরজা সরবরাহকারী
ফোন ঃ ৬৬৩৯৯

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W. B)
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)
প্রথম প্রকাশ ঃ ১৯১৪

জঙ্গীপুর আরবান কো-অপঃ ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
রেজি নং—১২ / ১৯৯৬-৯৭
(মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক অনুমোদিত)
ফোন ঃ ৬৬৫৬০
রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ

৮৮শ বর্ষ
৪৬শ সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ ২০শে চৈত্র, বুধবার, ১৪০৮ সাল।
৩রা এপ্রিল, ২০০২ সাল।
নগদ মূল্য ঃ ১ টাকা
বার্ষিক ঃ ৫০ টাকা

দোলে এক বিধর্মীকে রঙ দেয়ার অভিযোগে শাসনের নামে পুলিশের রণতাণ্ডব

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ গত ২৮ মার্চ দোলের প্রথম দিন জঙ্গিপুর মহাবীরতলা বাজারের এক মাংস বিক্রেতার ভাইকে রঙ দেয়া নিয়ে এলাকায় শাসনের নামে পুলিশের রণতান্ডব শুরু হয়ে যায়। অপরাধীদের ধরপাকড়ের নামে রঘুনাথগঞ্জ থানার ওসি কয়েকটি বাড়ী চড়াও হয়ে অভিযুক্তদের না পেয়ে বাড়ীর মা-বৌদের অশ্লীল গালিগালাজ করেন ও অপরাধীদের হাত-পা ভেঙে দেবার ভয় দেখিয়ে শাসিয়ে আসেন বলে জঙ্গিপুরের কয়েকজন মহিলা আমাদের কাছে অভিযোগ করেন। জানা যায়, বিধর্মী এক যুবককে ঐ পাড়ার কয়েকজন যুবক জোর করে রঙ দিলে বচসা জঙ্গিপুর ফাঁড়ি পর্যন্ত গড়ায়। অভিযোগ পেয়ে ঘটনার কিছু পর অভিযুক্তকারীকে সঙ্গে নিয়ে পুলিশের জীপ মহাবীরতলা এলাকায় হাজির হয়। অভিযোগকারী অভিযুক্তদের মধ্যে জনৈক পীযুষ দাসকে চিহ্নিত করলে পুলিশ তাকে জীপে তোলে। উপস্থিত জনতা এর প্রতিবাদ করে ও জোর করে পীযুষকে জীপ থেকে নামিয়ে নেয়। এই খবর পেয়ে বেলা তিনটে নাগাদ কয়েক ভ্যান পুলিশ নিয়ে রঘুনাথগঞ্জ থানার ওসি ধ্রুব ব্যানার্জী (শেষ পৃষ্ঠায়)

ধুলিয়ান এখন মিনি বাংলাদেশ

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ ধুলিয়ান শহরের বিভিন্ন জায়গায় আবার সমাজ বিরোধী ও চোরাচালানকারীরা সক্রিয় হয়ে উঠছে। সাম্প্রতিক পুর এলাকার ১৩ নম্বর ওয়ার্ডের লালপুর ও ৩ নম্বর ওয়ার্ডের লক্ষ্মীনগরের খুনের ঘটনা এলাকার মানুষকে ভাবিয়ে তুলেছে। প্রায় ৩/৪ বছর সমাজবিরোধীরা নিষ্ক্রিয় থাকার পর আবার গরুসহ অন্যান্য খাদ্য-দ্রব্য বাংলাদেশে পাচারে নেমে পড়েছে। বি, এস, এফ মাঝে মধ্যে গরু ধরলেও পাচারের তুলনায় সেটা কিছুই নয়। ধুলিয়ান পৌরসভার ৩, ৪, ৫, ৮, ৯ নম্বর ওয়ার্ডের বিভিন্ন জায়গায় সন্ধ্যের পর গরুর ভিড় দেখা যাচ্ছে। রাতে সেগুলো বাংলাদেশ পাচার হয়ে যাচ্ছে নিয়মিত। বাংলাদেশ থেকে এখানে আসছে কাপড়, সাবান, ভিডিও ক্যাসেট। ধুলিয়ানের চাউলপট্টিতে প্রকাশ্যে বাংলাদেশের কাপড় ও সাবান বিক্রি হচ্ছে। বাংলাদেশের মানুষও ধুলিয়ানে প্রতিদিন ভিড় করছে। অথচ স্থানীয় প্রশাসন নীরব। ধুলিয়ানের অনেকের ধারণা ওসি মোহাইমেনুল হক চলে যাওয়ার পর অসামাজিক কাজকর্ম বিশেষভাবে মাথা চাড়া দিচ্ছে। অনেকে আশংকা করছেন এই ডামাডোলে বাংলাদেশ হয়ে আই, এস, আই-এর চর ভারতে প্রবেশ করতে পারে। এই পরিস্থিতি রুখতে নতুন ওসি আবদুল গাফ্ফারের সক্রিয় ভূমিকা আশা করছেন এখানকার মানুষ।

সরকারী ডিজেল ও রঙের হিসাব পরিষ্কার হলো না

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ গত ২০০০ সালের বন্যার সময় জঙ্গিপুর মহকুমা শাসক অফিসের ত্রাণ দফতর থেকে বিলি হওয়া প্রায় দুশো লিটার ডিজেলের পরিষ্কার হিসাব পেলেন না বিদায়ী মহকুমা শাসক সি ডি লামা। হিসাব চাইতে এসডিও গত ৩০ মার্চ ঐ দফতরের পাঁচ কর্মীকে ডাকেন। বিভাগীয় কর্মী শুকুল দেওয়ান তেলের খরচ বাবদ (শেষ পৃষ্ঠায়)

ঝাঁকসু স্মরণ অনুষ্ঠানে আধিকারিকসহ শিল্পীরা ক্ষুব্ধ

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ গত ৩১ মার্চ রঘুনাথগঞ্জ ২ ব্লকের ধনপতনগরে আলকাপ সম্রাট ঝাঁকসুর স্মরণ সভার ব্যবস্থাপনার ডামাডোলে সরকারী আধিকারিকসহ বহিরাগত শিল্পীরা ক্ষুব্ধ। জানা যায় এ অনুষ্ঠানে ঝাঁকসু স্মরণ কমিটি জেলা সাক্ষরতা প্রসার বিভাগ থেকে কিছু সরকারী অর্থও পান। কিন্তু সরকারী অর্থ সঠিকভাবে ব্যয় না হওয়ায় জেলা সাক্ষরতা প্রসার আধিকারিক মৃণাল রায় অসন্তোষ প্রকাশ করেন। এছাড়া আগত লেখক, কবি, আলকাপ শিল্পী, নাট্য-শিল্পীরা অনুষ্ঠান পরিবেশনার উপযুক্ত পরিবেশ ও মঞ্চ না পেয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেন আমাদের প্রতিনিধির কাছে। বিশিষ্টদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন গবেষক অধ্যাপক শক্তিনাথ ঝাঁ, এবাদুল হক, শিল্পী সৌমেন বিশ্বাস, কুনালকান্তি দে প্রমুখ।

বিশেষ আকর্ষণ— ৪০০ থেকে ৭০০ টাকায় মুর্শিদাবাদ সিল্ক শাড়ী

মির্জাপুরের ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠান নিরঞ্জয় বাঘিড়া এণ্ড সন্স

(নিরঞ্জয় বাঘিড়া প্রথম ঘর) (প্রোঃ নিরঞ্জয় বাঘিড়া

সব রকমের সিল্ক শাড়ী, কাঁথাষ্টিচ, তসর ও কোড়া থান, কোরিয়াল, জামদানী, জোড় এবং ব্যাঙ্গালোরের মোহিনী বর্ডার শাড়ী পাইকারী দরেই খুচরো বিক্রী করা হয়। এছাড়া ১৭৫ থেকে ২০০ টাকার মধ্যে নানা ডিজাইনের চুড়িদার পাওয়া যাচ্ছে। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

মির্জাপুর, পোঃ গনকর (মুর্শিদাবাদ) ফোন ঃ এসটিডি ০৩৪৮৩ / ৬২১২৯

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

২০শে চৈত্র বুধবার, ১৪০৮ সাল।

॥ মহরম প্রসঙ্গে ॥

অযোধ্যা ইস্যুতে যখন এই দেশে এক শ্রেণীর মানুষ (অবশ্যই মৌলবাদী) লঙ্কাকান্ড করিতেছেন, তখন এখানে কোথাও কোথাও অন্য সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষ মিলন ও সম্প্রীতির এক নজীর স্থাপন করিয়া ধন্যবাদাহ' হইতেছেন।

মানব সভ্যতার অমানিশাকালে গুহা-মানবদের বর্ব'র জীবনযাত্রায় প্রাণধারণের উপায় ছিল শিকার করা পশুর কাঁচামাংস ও ফলমূল ভক্ষণ। বনের পশু মারিয়া কোনও আদিমমানব উচ্চ বৃক্ষে আরোহণপূর্ব'ক উচ্চৈঃস্বরে অর্থ'হীন চিৎকার করিত। তাহাতে আকৃষ্ট হইয়া অন্যান্য মানব-মানবী সেখানে উপস্থিত হইলে মৃত পশুর চারিদিকে বসিয়া সম্মিলিতভাবে ভোজনপর্ব' সমাধা করিত। এই প্রকার মহানন্দে ভোজন তৎকালীন ঐক্যবোধের পরিচায়ক।

কিছুদিন হইল, মহরম পর্ব' উদযাপিত হইয়াছে। সুদূর অতীতে হজরত হাসান ও হজরত হোসেনের বেদনাদায়ক জীবন কাহিনী স্মরণ করিয়া মুসলিম সম্প্রদায়ের একটি শ্রেণী মহরম মাসে শোক প্রকাশ করিয়া থাকেন। গ্রাম্য কবির কণ্ঠে শুনিয়াছি—"মহরমের চাঁদ এল কাঁদাতে ফের এ দুনিয়া।" এই মহরম অনুষ্ঠানে কৃত্রিম 'কারবালা' প্রান্তরের আয়োজন করা হয়। তাজিয়া লইয়া শোভাযাত্রা সহকারে সকলে 'হায় হাসান, হায় হোসেন' ধ্বনি তুলিয়া এবং আরও নানা প্রকার ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমে সেখানে সমবেত হন ও হাসান-হোসেনের স্মৃতিতর্প'ণ করেন। কোথাও কোথাও দরগাগুলি নানাভাবে সজ্জিত করা হয়।

রঘুনাথগঞ্জ শহরের দরবেশপাড়ায় হাসান-হোসেনের স্মারক একটি দরগা শরীফ দীর্ঘ'দিন হইতে রহিয়াছে। গত মহরম অনুষ্ঠানের সময় এই দরগা শরীফ কলাগাছ দ্বারা সাজান হইয়াছিল। মনে রাখা দরকার যে, মক্কা, কুফা, কারবালা প্রভৃতি মরু অঞ্চলে কলাগাছ জন্মায় না। হিন্দুরা তাঁহাদের ধর্ম'কার্যে' কলাগাছ ও পাকাকলা ব্যবহার করেন। অন্যান্য ফলেরও ব্যবহার আছে। রমজান মাসে 'ইফতার' সময়ে পাকাকলা ব্যবহার করা হইতে পারে। কিন্তু কী অদ্ভুত সহনশীলতা! মহরমের সময় কলাগাছ দিয়া দরগার সজ্জা! হিন্দুদের 'বারমাসের তের পার্ব'ণ'-এ প্রয়োজনীয় ফলমূল (পাকাকলাসহ) বিক্রয় করেন মুসলিম ভাইয়েরা, হিন্দুরা পূজোপকরণের জন্য প্রয়োজনমত কিনিয়া লন। কী সুন্দর সহাবস্থান।

অথচ পরিতাপের বিষয় যে, উভয় সম্প্রদায়ের মৌলবাদীরা ভুলিয়াছেন, "মানুষে মানুষে নাইরে বিভেদ, নিখিল-ভুবন ব্রহ্মময়।" নিজ নিজ স্বার্থ'সিদ্ধির জন্য আজ মৌলবাদীরা স্ব-সম্প্রদায়ের মানুষকে এক বিভ্রান্তির মধ্যে টানিয়া নানা দুঃখ-কষ্টে ফেলিতেছেন; নিজেরা রহিতেছেন নিরাপদ ঘেরাটোপের মধ্যে।

হিন্দু ও মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের বেশির ভাগ সাধারণ মানুষ শান্তিময় জীবন-যাপন করিতে চাহেন। কিন্তু মৌলবাদীরা স্বার্থ'গৃধ্নু হইয়া ধর্মীয় সুড়সুড়ি দিয়া অশান্তির সৃষ্টি করিয়া চলিতেছেন। এই রাহুমুক্তি ঘটাইতে হইবে সাধারণ মানুষকেই। তাঁহারা জোটবদ্ধ হইয়া মৌলবাদীদের বিরুদ্ধে রুখিয়া দাঁড়ান; দেখিতে পাইবেন যে, মৌলবাদ নির্মূল হইয়াছে; দেশে অনাবিল শান্তি বিরাজ করিতেছে।

চিঠি-পত্র

(মতামত পত্রলেখকের নিজস্ব)

সাবরেজিষ্টারের অসাধুতা প্রসঙ্গে

মহাশয়,

১৩ই মার্চ' সংখ্যায় প্রকাশিত "জঙ্গিপুর সাবরেজিষ্টারের অসাধুতার" সংবাদের জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। ভুক্তভোগীমাত্রই আপনাদের পরিবেশিত সংবাদের সঙ্গে একমত হবেন। উক্ত আমলার বিরুদ্ধে আরও অভিযোগ যারা তার দাবী মতন Valuation এবং প্রণামী দিতে অপারগ হন তাদের দলিল বছরের পর বছর তিনি Pending রেখে দেন। P. R. এর দরখাস্ত করেও কোনো লাভ হয় না। এরকম বহু দলিল তার অফিসে পাওয়া যাবে। তার আচরণ দেখে মনে হয় তিনি সুপ্রিম কোর্টে'র জজ সাহেব, তার নির্দে'শই শেষ কথা, আর জনসাধারণের পকেট কেটে অন্যায়ভাবে রাজস্ব আদায় শেষ কথা। S. D. O. সাহেবের অফিসের ঢিলছোড়া দূরত্বে জনসাধারণের এই হেনস্থা কি উনি একবার তদন্ত করে দেখবেন? S. D. O. সাহেবকে আরও একবার সকলে সাধুবাদ দিবেন এটা নিশ্চিত।

শ্রীঅশোক দাস
ছোটকালিয়া
জঙ্গিপুর
১৪/৩/০২

মেয়ের পরীক্ষাকেন্দ্রে বাবার ইনভিজিলেশন প্রসঙ্গে

'জঙ্গিপুর সংবাদ' সাপ্তাহিক সংবাদপত্রে গত ১৩ই মার্চ' প্রকাশিত 'মেয়ের পরীক্ষা-কেন্দ্রে বাবার ইনভিজিলেশন' সংবাদটির পরিপ্রেক্ষিতে জানাচ্ছি—জঙ্গিপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের বিগত পরীক্ষাগুলিতে এই বিদ্যালয়ের বিভিন্ন শিক্ষক মহাশয়ের পুত্র অথবা কন্যা পরীক্ষার্থী হিসাবে এসেছে। তাঁদের ছেলেমেয়েরা যে ঘরে পরীক্ষা দিচ্ছে —সেখানে এই সমস্ত শিক্ষকমশাইদের ইনভিজিলেশন না দিয়ে অন্য বিল্ডিং-এ দেওয়া হত। এবারও তাই হয়েছিল। কিন্তু এবৎসর মধ্যশিক্ষা পর্ষ'দের নিয়মকে সম্মান জানিয়ে শঙ্করকুমার সিংহকে মাধ্যমিক পরীক্ষার দ্বিতীয় দিন থেকে ইনভিজিলেশনে অব্যাহতি দেওয়া হয়। এরই সমর্থ'নে একটি জেরক্সকপি এই প্রতিবাদপত্রের সঙ্গে সংযুক্ত করা হল। কিন্তু সবচেয়ে দুর্ভা'গ্যের কথা—এই সংবাদে বলা হয়েছে—'প্রত্যেক পরীক্ষার দিন শঙ্করবাবুর মেয়েকে জঙ্গিপুর হাই স্কুলের প্রত্যেক বিষয়ের শিক্ষকরা সহায়তা করেন।' এটাও ঠিক নয়। 'ইনভিজি-লেশন রেজিষ্টার' ইস্কুলে এখনও সযত্নে রাখা আছে। মাননীয় সম্পাদক এই রেজিষ্টার দেখলে বুঝতে পারবেন যে এটা পরীক্ষার্থীদের সম্পূর্ণ' মনগড়া এক পরিকল্পিত অভিযোগ। এই সংবাদ উৎস সম্পূর্ণ' ভিত্তিহীন।

উৎপলকুমার সিংহ
সম্পাদক, ষ্টাফ কাউন্সিল
জঙ্গিপুর উচ্চ বিদ্যালয়

স্কুল কর্তৃপক্ষ একটু ভাবুন

জঙ্গিপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের নিজস্ব একটি খেলার মাঠ রঘুনাথগঞ্জে বহুদিন থেকে আছে। যেটি ম্যাকেঞ্জি পার্ক' নামে সবার কাছে পরিচিত। ফি বছর সেখানে সার্ক'াস, যাত্রা, বিচিত্রানুষ্ঠান, ফুটবল-ক্রিকেট থেকে রাজনীতির বক্তৃতা মঞ্চ হয়ে ওঠে। অথচ বিস্ময়ের কথা বর্ত'মান প্রজন্মের জঙ্গিপুর স্কুলের ছাত্র-ছাত্রী বা অনেক শিক্ষকই জানেন না যে জঙ্গিপুর স্কুলের এত বড় একটা মাঠ আছে। আমার মতে এর প্রধান কারণ, জঙ্গিপুর স্কুল কর্তৃ'পক্ষ কোন দিনই ঐ মাঠে স্কুলের কোন অনুষ্ঠান করেননি। আবার কোন কোন অভিভাবকের মন্তব্য, মাঠটি নাকি বিক্রী হয়ে গেছে। এখন ঐ মাঠে শিল্প মেলা চলছে। উদ্বোধনী নিমন্ত্রণ পত্রেও দেখলাম অন্যান্য অনুষ্ঠানের মতো সেখানে ম্যাকেঞ্জি পার্কে'র নাম উল্লেখ আছে। জঙ্গিপুর স্কুলের বর্ত'মান পরিচালন সমিতির কাছে একজন অভিভাবক হয়ে অনুরোধ, মাঠটি যে জঙ্গিপুর স্কুলের—সে রকম উল্লেখ কি পরবর্তী অনুষ্ঠানগুলোতে অনুমতি দেবার সময় নিমন্ত্রণপত্রে উল্লেখের নির্দে'শ দেয়া যায় না? এটা নিয়ে একটু ভাবুন।

জনৈক অভিভাবক / জঙ্গিপুর

উদিতা ক্লাবের বিনামূল্যে চিকিৎসা শিবির

বিশেষ সংবাদদাতা ঃ গত ১৩ মার্চ ফরাক্কা ব্লকের তালকোলা গ্রামে ফরাক্কা এনটিপিসি উদিতা মহিলা ক্লাবের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত এক দিনের বিনা মূল্যে চিকিৎসা শিবিরে পার্শ্ববর্তী গ্রামাঞ্চলের চারশোজন রোগীর বিনামূল্যে চিকিৎসা এবং প্রয়োজনে বিনা পয়সায় ঔষধপত্র বিতরণ করা হয়। এ ছাড়া ক্লাবের তরফ থেকে অভাবগ্রস্ত গ্রামবাসীদের মধ্যে শাড়ী এবং বিছানার চাদরও দেওয়া হয়। ঐ অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন এনটিপিসির জেনারেল ম্যানেজার এস, বি, আগরওয়াল।

ভ্রম সংশোধন ঃ গত ২০ মার্চ সংখ্যায় 'নির্যাতিতা-সোপান' শিরোনামের খবরে--'বালিঘাটার দ্বিতীয়বার বিবাহ সংক্রান্ত এক সমস্যার' জায়গায় 'জমি সংক্রান্ত সমস্যা' পড়তে হবে। এ তথ্য জানিয়েছেন চন্দ্রদ্বীপ আশ্রয়ের স্থানীয় সভাপতি—সম্পাদক আশিস রায়। সঃ জঃ সঃ

নবম ও দশম শ্রেণীর বিজ্ঞান বিভাগ পড়াই এবং একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণীর অঙ্ক শেখাই।

আব্বাসউদ্দিন, বি-এস-সি ম্যাথ (অনার্স)

প্রযত্নে—অশোক সাহা,

এনিটিফিন, হরিসভা (জঙ্গিপুর গার্লস হাইস্কুলের সম্মুখে)

ফোন ঃ ৬৪০৪৬, ৬০৫৪৭ (বাড়ী)

মুর্শিদাবাদ জেলার ধুলিয়ান শহরে জঙ্গিপুর সংবাদ পত্রিকার বিজ্ঞাপন ও খবর সংগ্রহ কেন্দ্র খোলা হয়েছে। উৎসাহী সংস্থা/প্রতিনিধি/ব্যক্তিদের যোগাযোগের জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

নন্দলাল সরকার

শিবমন্দির, ধুলিয়ান (মুর্শিদাবাদ)

আর্সেনিক দূষণরোধে কনভেনশন

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ বর্তমানে রাজ্যের নয়টি জেলা আর্সেনিক আক্রান্ত। তার মধ্যে মুর্শিদাবাদ জেলার অবস্থা সবচেয়ে ভয়াবহ। এই ভয়াবহ দূষণ প্রতিরোধে জেলার সর্বত্র আর্সেনিকমুক্ত জল সরবরাহের জন্য বহরমপুর গ্র্যান্ট হলে এক জেলা কনভেনশনের আয়োজন করা হয় গত ১০ মার্চ। কনভেনশনে আর্সেনিকে আক্রান্ত রোগীদের উপযুক্ত চিকিৎসারও দাবী জানানো হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতি ডাঃ প্রণব সেন, প্রধান অতিথি ডাঃ কে সি সাহা, সাংবাদিক দেবদূত ঘোষ ঠাকুর, রাজ্য কমিটির সম্পাদক ডাঃ শুভাশীষ মাইতি প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। কনভেনশনের উদ্বোধন করেন বিশিষ্ট চিকিৎসক ডাঃ সুনীল সেন। উপস্থিত বক্তারা বক্তব্যে আর্সেনিকোসিসে আক্রান্ত রোগীদের প্রতি রাজ্য সরকারের অবহেলার কথা বার বার তুলে ধরেন। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন ও সম্পাদকীয় বক্তব্য রাখেন প্রস্তুতি কমিটির আহ্বায়ক দেবাশীষ চক্রবর্তী।

Notice

I, Md. Nobir Hosain hereby declare that my Peerless Certificate No. 53289635 pertaining to Berhampore Branch has been lost from my custody since September 2000. I have applied to the authority to issue me a duplicate certificate. If there is any objection or claim from anybody please raise within 30 days hereof.

গণনাট্য সংঘের পদযাত্রা

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ গণনাট্য সংঘ জঙ্গিপুর এবং রঘুনাথগঞ্জ শাখার আহ্বানে ভাগীরথীর দু' পারের সাংস্কৃতিক সংগঠন ও বুদ্ধিজীবীদের নিয়ে গত ৫ মার্চ সম্প্রীতির উদ্দেশ্যে রঘুনাথগঞ্জ পৌর শ্রমিক ভবনে এক কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। এরপর ১০ মার্চ সম্প্রীতি এবং উন্নয়নের জন্য পদযাত্রার আয়োজন করা হয়। গণনাট্য সংঘের আহ্বানে এই পদযাত্রায় আনন্দ-ধারা, প্রতিশ্রুতি, রবিমঞ্চ, সাহিত্য একাডেমি সকলেই অংশগ্রহণ করেন। রঘুনাথগঞ্জ দাদাঠাকুর মঞ্চের সামনে অনুষ্ঠানটির সূচনা হয়। সমাপ্তি ঘটে জঙ্গিপুর সরস্বতী লাইব্রেরীর সামনে।

১২৫ বর্ষের সাধারণ সভা

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ জঙ্গীপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের ১২৫ বর্ষ পূর্তি উৎসবকে সামনে রেখে গত ১৪ মার্চ বিদ্যালয়ের অভিভাবক, প্রাক্তন ছাত্র, রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের নিয়ে এক সভা হয়ে গেল। সর্বসম্মতিক্রমে এই উৎসবের মূল কমিটির সভাপতি হিসাবে বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র ও পৌরপিতা মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্যের নাম গৃহীত হয়।

FARAKKA SUPER THERMAL POWER STATION

NOTICE INVITING TENDERS

(Domestic Competitive Bidding)

NIT No. T-05/8096 & T-05/8097 Dated :

NTPC invited sealed tenders from eligible bidders for following works :

Sl. No.	Package No.	Scope of work	Last date of receipt of request for issue of tender documents.
01	05/8096	Hiring of 11 Nos. Buses for a period of Two years at NTPC-Farakka.	15. 04. 2002
02	05/8097	Hiring of 02 Nos. Mini Buses of 30 seats & 01 No. Big Bus of 52 seats for a period of Two years at NTPC-Farakka.	15. 04. 2002

Qualifying requirement, provision on Purchase preference, if any, and other conditions are elaborated in detailed NIT.

For detailed NIT, please visit at www. ntpc. co. in or www. ntpcindia. com or may contact Sr. Manager (CS) on Fax No. ≠ 03512-26085/ Ph. No. 03512-26221.

The detailed NIT may also be available at www. tendernotices. net or www. tendercircle. com or www. all-tender. com or www. ieema. org or www. tenderhome. com.

(Bidders are advised to regularly visit NTPC's WEB sites for Tender Notices).

National Thermal Power Corporation Ltd.
Farakka Super Thermal Power Station.
P. O. Nabarun, PIN. 742 236, Dist. Murshidabad, West Bengal (INDIA)

হিসাব পরিষ্কার হলো না (১ম পৃষ্ঠার পর)

নৌকায় ৭৫, সাবজেলে ২৫ এবং টোলরুমে ৫০— সর্বমোট ১৫০ লিটার ডিজেলের হিসাব দেন। পাঁচ কর্মী এ ব্যাপারে মহকুমা শাসককে রিলিফ অফিসারের সঙ্গে যোগাযোগ করতে বললে এসডিও সেকেন্ড অফিসার সবুজবরণ সরকারকে দায়িত্ব বুঝিয়ে দিয়ে মহকুমা ত্যাগ করেন। এছাড়া গত মার্চ ২০০২ এসডিও অফিসের জেনারেটর ঘর থেকে এক ড্রাম রংও চুরি হয়। এখন পর্যন্ত তারও হদিস মেলেনি। অন্যদিকে মহকুমা শাসক অফিসের কিছু কিছু কর্মীর টেবিলে কালো কাঁচ এবং বসার রিভলবিং চেয়ার ব্যবহারের বিরুদ্ধে কিছু কর্মী আমাদের প্রতিনিধির কাছে ক্ষোভ প্রকাশ করেন। তাদের মতে একই পদাধিকারী কর্মীদের মধ্যে এ ধরণের পার্থক্য তারা মেনে নিতে পারছেন না।

পুলিশের রণতাণ্ডব (১ম পৃষ্ঠার পর)

ঘটনাস্থলে এসে রণতান্ডব শুরু করে দেন। অভিযুক্ত পীযুষের বাবাসহ বেশ কয়েকজন পথচারী তাঁর হাতে লাঞ্ছিত হন। ওসির হাবভাব দেখে এলাকার মানুষ হতচকিত হয়ে পড়েন। স্থানীয় সিপিএম কমিশনার শৈলেন মুখার্জীর অনুরোধও পুলিশ উপেক্ষা করে। কংগ্রেসের অমিত সিংহরায়সহ কয়েকজন এই জঘন্য জুলুমের প্রতিবাদ করলে তাঁরা পুলিশের রোশানলে পড়েন। বর্তমানে পুলিশ তাঁদের খুঁজছে বলে জানা যায়। দোলের দ্বিতীয় দিন ২৯ মার্চ সকাল থেকে মহাবীরতলা থেকে বাবুবাজার এলাকা পুলিশে পুলিশে ছয়লাপ হয়ে পড়ে। সে দিনও দোলের আনন্দ মাঠে মারা পড়ে। অভিযুক্ত আসামীদের মধ্যে পীযুষ দাস থানা থেকে জামিন নেন বলে খবর। বাকীরা এখনও গা ঢাকা দিয়ে আছেন। নিছক একটা সামান্য ঘটনাকে এতদূর গড়ানো পুলিশের ক্ষমতার অপব্যবহার ছাড়া কিছুই নয় বলে কয়েকজন বুদ্ধিজীবী মন্তব্য করেন।

আর কোথাও না গিয়ে
আমাদের এখানে অফুরন্ত
সমস্ত রকম সিল্ক শাড়ী, কাঁথা
ষ্টিচ করার জন্য তসর থান,
কোরিয়াল, জামদানী জোড়,
পাঞ্জাবীর কাপড়, মুর্শিদাবাদ
পিওর সিল্কের প্রিন্টেড
শাড়ীর নির্ভরযোগ্য
প্রতিষ্ঠান।
উচ্চ মান ও ন্যায্য মূল্যের জন্য
পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

বাঘিড়া ননী এণ্ড সন্স

(বিজয় বাঘিড়া, শেষের ঘর)

মির্জাপুর ।। গনকর

ফোন নং : গনকর ৬২০২৯ (এসটিডি ০৩৪৮৩)

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

মুর্শিদাবাদ ইনষ্টিটিউট অব টেকনোলজী

*পোঃ কাশিমবাজার * জেলা মুর্শিদাবাদ*

পুষ্করণী ইজারার

এতদ্বারা সর্বসাধারণের অবগতির জন্য জানানো যাইতেছে যে, এম, আই, টি, তে বানজেটিয়াই অবস্থিত এম, আই, টি-র একটি পুকুর (কালিপুকুর নামে পরিচিত) তিন বৎসরের জন্য মৎস্য চাষের নিমিত্ত সম্পূর্ণ অস্থায়ীভাবে বন্দোবস্তো দেওয়া হইবে। পুকুরটি এম, আই, টির প্রাচীরের বাইরে এম, আই, টির উত্তর সীমানায় অবস্থিত। পুকুরটির জলবেষ্টিত অংশের আয়তন আনুমানিক ৪½ বিঘা যাহা সরকারী সম্পত্তি বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে।

ইজারা লইতে ইচ্ছুক ব্যক্তিগণ/মৎস্যজীবীগণ/মৎস্যজীবী সমবায় সংস্থাকে উপরোক্ত ঠিকানায় নিম্নস্বাক্ষরকারীকে উদ্দেশ্য করিয়া সীলকরা খামে দরপত্র জমা দেওয়ার আহ্বান করা যাইতেছে।

দরখাস্তকারীগণ দরপত্রে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি অবশ্যই উল্লেখ করিবেন : ক) নাম খ) পিতার নাম গ) পুরো ঠিকানা—বর্তমান ও স্থায়ী ঘ) বর্তমান জীবিকা ঙ) দরখাস্তকারী মৎস্যচাষী কিনা চ) দুইজন জামিনদারের নাম, ঠিকানা ও দরখাস্তে তাহাদের স্বাক্ষর ছ) দরখাস্তকারীর স্বাক্ষর।

সীলকরা দরপত্র ৩০/৪/২০০২ তারিখে টেন্ডার দাতাগণের উপস্থিতি তাহাদের সামনে খোলা হবে। কোন টেন্ডারার অনুপস্থিত থাকিলে তাহার টেন্ডার বাতিল হইয়া যাইবে। দরপত্রে উল্লিখিত অর্থ যাহা কর্তৃপক্ষের গ্রহণযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে তাহাকে মোট অর্থের অর্ধেক (½ অংশ) সঙ্গে সঙ্গে টেন্ডার টেবিলে জমা দিতে হইবে। বাকী অর্ধেক অংশ (টাকা) সেই তারিখ হইতে ১ (এক) বৎসরের মধ্যে জমা দিতে হইবে।

পুকুরের রক্ষণাবেক্ষণ, মাছের নিরাপত্তা প্রভৃতি যাবতীয় ব্যবস্থা স্বয়ং বন্দোবস্তোকারীকে করিতে হইবে। কোন প্রকার ক্ষয়-ক্ষতির জন্য ইনষ্টিটিউট কর্তৃপক্ষকে কোনরূপ দোষারোপ বা দায়ী করিতে পারিবেন না। কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতিরেকে বন্দোবস্তোকারী পুকুরের পাড়ে পুকুর পাহারার জন্য কোন প্রকার ঘর বা কুঁড়ো প্রস্তুত করিতে পারিবেন না। প্রয়োজন হইলে কলেজ কর্তৃপক্ষ স্নান ইত্যাদি সাধারণ কাজের জন্য এবং ট্রেনিং-এর জন্য পুকুর ব্যবহার করিতে পারিবেন। কোন প্রকার কারণ না দর্শাইয়া যে কোন দরখাস্ত/টেন্ডার বাতিল করিবার পূর্ণ ক্ষমতা নিম্নস্বাক্ষরকারীর থাকিবে এবং তিনি সর্বোচ্চ দর গ্রহণ করিতে বাধ্য থাকিবেন না।

সীলকরা টেণ্ডার জমা দেবার শেষ তারিখ—
২রা মে, ২০০২ বেলা ২টা পর্যন্ত

অধ্যক্ষ
এম, আই, টি, বহরমপুর
মুর্শিদাবাদ

স্মারক সংখ্যা ২১৬ (৩) তথ্য/মুর্শিদাবাদ তাং ২/৪/২০০২

দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন, চাউলপট্টি, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ), পিন-৭৪২২২৫ হইতে সত্বাধিকারী অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।